ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৮০৪
আগরতলা, ১৮ জুলাই,২০২৪

ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন
উত্তর পূর্বাঞ্চল ও পার্বত্য এলাকার রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সেরা হিসেবে ত্রিপুরার স্পার্ক পুরস্কার

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও পার্বত্য এলাকার রাজ্যগুলির মধ্যে পারফরমেন্সের জন্য ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন (টিইউএলএম) ২০২৩-২৪ সালের দ্বিতীয় সেরা পুরস্কার হিসেবে গর্বের স্পার্ক পুরস্কার পেয়েছে। আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় গৃহ এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রক কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় গৃহ এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলালের হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। টিইউএলএম-এর স্টেট মিশন ডিরেক্টর ড. ব্রাহ্মিত কাউর, স্টেট মিশন ম্যানেজার (ফিনান্সিয়াল) প্রতীম দেবও রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিবের সঙ্গে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তোখান সাহুও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর আওতায় ত্রিপুরা সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তর ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন (টিইউএলএম) গড়ে উঠেছে। রাজ্যের শহরাঞ্চলের গরীব এবং মহিলাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দীনদয়াল অন্তোদয় যোজনা-ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন পিএম-স্বনিধি এবং পিএম-এফএমই প্রকল্প যথাযথভাবে রূপায়ণের লক্ষ্যে এই নথিবদ্ধ সোসাইটি গড়ে তোলা হয়েছে।

ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট মিশন থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৩-২৪ সালে স্বসহায়ক গোষ্ঠী ও ফেডারেশনগুলির গঠন ও তাদের সহায়তায় যে সাফল্য পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ।

২-এর পাতায়

১) স্বসহায়ক দল গঠন - ১,২৭৬টি
২) এরিয়া লেভেল ফেডারেশন (এএলএফ)-এর আওতায় স্বসহায়ক দল গঠন - ১৪৭টি
৩) সিটি লেভেল ফেডারেশন (সিএলএফ) গঠন - ২টি
৪) স্বসহায়ক দলগুলির রিভলভিং ফান্ড গ্রহণ - ১,১০৪টি স্বসহায়ক দলের ১০ হাজার টাকা করে এককালীন রিভলভিং ফান্ড প্রাপ্তি। এক্ষেত্রে সব মিলিয়ে অর্থ ১,১০,৪০,০০০ টাকা।
৫) এএলএফ-এর রিভলভিং ফান্ড প্রাপ্তি - ৫৮টি এএলএফ ৫০ হাজার টাকা করে রিভলভিং ফান্ড পেয়েছে। এক্ষেত্রে সব মিলিয়ে পাওয়া গেছে ২৯,০০,০০০ টাকা।

অর্থনৈতিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ

১) স্বসহায়ক দলগুলির জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা - ১,৮৮১টি স্বসহায়ক দল বিভিন্ন ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ হারে ২০১৮-১৯ সালের পর ৩৪.৩৬ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ হিসেবে পেয়েছে।
২) শহরাঞ্চলের যুবদের জন্য ব্যাংক ঋণ - ৪৩৬ জন শহরাঞ্চলের যুবক ব্যাংক ঋণ হিসেবে ৫.৯০ কোটি টাকা পেয়েছে।
৩) স্কিল ট্রেনিং - স্বসহায়ক দলগুলির ২২৪৮ জন সদস্য স্বাস্থ্য পরিষেবা, ফিনাইল ও সাবান তৈরি, আগরবাতি তৈরি, বাঁশবেতের সামগ্রী তৈরি, সফট স্কিল, টেন্ডার প্রসেস, পাপড় ও আচার তৈরি, পেভার ব্লক তৈরি, বায়োফ্লক, মোম তৈরির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

মার্কেট ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড সেলস

১) অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টের মতো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে ১৩৯০টি এসএইচজির সামগ্রী নথিভুক্ত রয়েছে।
২) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৩০১টি সামগ্রী বিক্রি হয়েছে। এর দরুণ স্বসহায়ক গোষ্ঠীগুলির ২৩,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।
৩) সিটি লাইভলিহুড সেন্টার এবং সিএলসির মাধ্যমে সামগ্রীগুলি বিক্রি হচ্ছে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

১) সমগ্র রাজ্যে ১২টি শেল্টার হাউসের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
২) শেল্টার হাউস নির্মাণ - ১০টি শেল্টার হাউস নির্মাণ করা হয়েছে।
৩) শেল্টার হাউসগুলির কাজকর্ম - ৯টি শেল্টার হাউস এই মুহূর্তে কাজ করছে।

*****